সমকাল

তারিখ 24 DEC 2017
পৃষ্ঠা ৬

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও পরিচ্ছন্নতা

ঞ্যোহলা মং

বাংলাদেশে যে ক'টি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মানুষ বেশি ঘুরতে যায়; জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় তার অন্যতম। রাজধানীর লাগোয়া, পরিকল্পিতভাবে নির্মিত এ ক্যাম্পাসে সবুজ অকৃপণভাবে বুক পেতে দিয়েছে। জলাধারেরও কোনো কমতি নেই। বাড়তি আকর্ষণ হিসেবে আছে শীতের অতিথি পাখি এবং প্রজাপতি প্রদর্শনী মেলার মতো বিভিন্ন নৈসর্গিক আয়োজন। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সেখানে গিয়ে মনটা খারাপ হয়ে যায়। একটি বিভাগের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান ছিল সেদিন। দেখা গেল, দলে দলে দামি পোশাক পরা প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা যেখানে বসে দুপুরের খাবার খেয়ে সেখানেই খাবারের শেষাংশ ও তার বর্জ্য ফেলে এসেছেন। ক্যাম্পাসে কিছু ডাস্টবিন ছিল। কিন্তু সেগুলো ব্যবহারের তেমন কোনো উদ্যোগ চোখে পড়ল না। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত লোকজনের মাঝে পরিবেশ-সচেতনতার ঘাটতি নতুন কিছু নয়। তবে পরিবারের শিশু সন্তানদের সামনে পরিবেশের প্রতি অবহেলা কিছুটা হলেও অবাক করে। ক্যাম্পাসটির ভেতরে আগে ভ্রাম্যমাণ দোকান তেমন ছিল না, এখন বেড়েছে। প্রাকৃতিক শোভাময় ক্যাম্পাসটি যেন প্রচলিত বাজারে পরিণত হচ্ছে! বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি প্রবেশ ফটকেও বেশ বড় পরিসরের বাজার তো রয়েছেই। খাবারের দোকান যদি দিতে হয়, কেন তা স্বাস্থ্যসম্মত খাবার বিষয়ে প্রশিক্ষিতদের দ্বারা পরিচালিত হবে না? কিংবা যারা এখন তা চালাচ্ছেন তাদেরকে কেন উপযুক্ত প্রশিক্ষণের দরকার হবে না? দেশের বাইরের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেও ভ্রাম্যমাণ খাবারের দোকান থাকে। তারা অত্যন্ত দক্ষ, প্রশিক্ষিত ও মানসম্মত উপায়ে খাবার পরিবেশন করে থাকে। অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে খাবার দোকানের পাশাপাশি অন্যান্য দোকানও থাকে। তবে তা পর্যটক, শিক্ষা আর শিক্ষার্থী-সংশ্লিষ্ট হয়। যেমন স্যুভেনির, বইপত্র, কলম-খাতা, মোবাইল কার্ড, বাস কার্ড প্রভৃতি দোকান। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ক্লাসরুমকেন্দ্রিক শিক্ষা না হয়ে পুরো ক্যাম্পাসকে শেখা আর জানার কেন্দ্রে রূপান্তর করা উচিত। এতে দেশের মোট ৪০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শুধু সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের নয়; বাইরের লোকদের জন্যও নানা বিষয় শেখার কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় হল ডাইনিংয়ে খাবারের মান ভালো না হওয়ায় অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী তাদের রুমে রান্না করে থাকেন। কিন্তু সেখানে ডাস্টবিনের ব্যবস্থা না থাকায় রান্নার ফলে সৃষ্ট ময়লা নিচতলার ড্রেনের দিকে নিক্ষিপ্ত হতে দেখা যায়, যা পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের প্রতিদিন পরিষ্কার করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক বিভিন্ন দেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ শেষে দেশে ফিরে এসে উন্নত পরিবেশ নেই বলে আফসোস করেন। তাদের অনেকে পত্রপত্রিকায় লেখালেখিও করেন। কিন্তু এগুলোর প্রায় সবই থাকে দেশ-বিদেশের কোনো না কোনো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ইস্যু। নিজেদের ক্যাম্পাসের অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো 'ছোটখাটো' ইস্যু তাদের নজর এড়িয়ে যায়।

অন্যদৃষ্টি

এখনই সময় নিজেদের ক্যাম্পাসে শিক্ষার মান উন্নত করার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের মাঝে পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা তৈরির মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করার। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাই পরে সরকারি-বেসরকারি নানা প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেন।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নানা সেবামূলক কার্যক্রম যেমন আধুনিক (আমরা ধূমপান নিবারণ করি), বিএনসিসি, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংগঠন, পাঠক ফোরাম ইত্যাদি থাকলেও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ইস্যুতে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রয়েছে বলে জানা যায় না। অনেক ক্যাম্পাস পাওয়া যাবে যেখানে ডাস্টবিন নেই। আর থাকলেও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তা ব্যবহার করাটা একটি নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়নি। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি ব্যাপক আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠেনি। আমাদের অব্যবস্থাপনার কারণে দূষণ সৃষ্টি সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বর্জ্য বিষয়ে সচেতনতা আনতে ছাত্রছাত্রীদেরও উদ্বুদ্ধ করা উচিত। আর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে তাদেরও কাজ করতে এগিয়ে আসা দরকার।

nmong7@yahoo.com